কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ৮০মণ ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নিন্মআয়ের মানুষের মাঝে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের ছয় রাস্তার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসূচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারণ মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। ছয়রাস্তার মোড়ে সবজি বিতরণ শেষে মজমপুর গেটে সবজি ভ্যান নিয়ে আসা হয়। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন। সর্বশেষ হাসপাতাল মোড়ে সবজি বিতরণ করা হয় লোকজনের মাঝে।

সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া ও বাধাকপি। কয়েক হাজার মানুষের মাঝে প্রায় ৮০ মন সবজি বিতরণ করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়।

সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি। মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সমকাল প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, কালের কণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা তারিকুল হক তারিক, নধৎঃধ২৪.পড়স এর স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এসএম জামাল উপস্থিত ছিলেন।

কম্বাইন হার্ভেস্টারে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেছেন, উৎপাদন খরচ কমাতে ও অধিক ফলনের জন্য প্রয়োজন কৃষিজমিতে উন্নত প্রযুুক্তির ব্যবহার। এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি কৃষকেরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি কম্বাইন হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে।

তিনি বলেন, কৃষি খামার যান্ত্রিকরণ এখন সময়ের দাবি। সরকার খামার যান্ত্রিকরণ করতে কাজ করে যাচ্ছে। দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে তা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশকেও এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখতে হবে।’

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে আসন্ন বোরো মৌসুমে কৃষকের ধান কর্তনে শ্রমিক সংকট নিরসনে ১৪ লক্ষ টাকা ভর্তুকিতে ১ টি কম্বাইন হার্ভেস্টার বিতরণকালে একথা বলেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ।

কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দিক নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ। আর তাই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্র কম্বাইন হার্ভেস্টার কৃষকদের দোড়গোড়ায় চলে এসেছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করে ধান কাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের ৬০-৭০ শতাংশ খরচ কমে যাবে।

গাংনীতে স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মান নিয়ে উপজেলা বাসির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা দেওয়ার নামে চলছে সাধারণ রোগীদের হয়রানি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির জেনারেটর, এমবুলেন্স সেবাও বন্ধ রয়েছে বলে সরেজমিনে দেখা যায়।

সেবার মানের বিষয়ে এর আগে কর্তব্যরত ডাক্তাররা সারাদেশের ন্যায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তার অভাবে সেবা দিতে নিজেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন বলে জানা যায়।

পরে ডাক্তারদের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের উদ্যোগে ও উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ৪৫টি পি পি ই সর্বরহ করা হয় যাতে চিকিৎসকরা নির্ভয়ে মানুষকে সেবা দিতে পারে। এছাড়াও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আরও ৫টি পি পি ই প্রদান করেন।

এর পরও প্রতিষ্ঠানটিতে ডাক্তারের উপস্থিতিও থাকেনা বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠানটির সয়শ্লিষ্ট একজন।

প্রতিষ্ঠানটিতে দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাদনান সাকিব গত বছর ডিসেম্বর মাসে যোগদানের পর থেকেই হাসাপাতালে অনুপস্থিত রয়েছেন। জানা যায় তিনি গাংনী চৌগাছা এলাকায় নিজ বাসাতে রোগী দেখেন নিয়মিত অথচ সরকারি বেতন সুবিধা নিয়েও হাসাপাতালে আসেননা। তবে এ বিষয়টিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াযুল ইসলাম অস্বীকার করে বলেন তিনি প্রতিদিনই অফিসে আসেন।

এদিকে গত শনিবার গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড এর মালসাদহ এলাকার ইছারদ্দি নামের একটি রোগী অসুস্থ্য অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে প্রথমে তাকে কোন চিকিৎসক না দেখে জরুরী বিভাগেই ফেলে রাখে দেওয়া হয়না কোন ব্যবস্থা পত্র। স্বজনরা যখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে ঐ মুহুর্তে কর্তব্যরত ডাক্তার রোগীর কাছে এসে তাকে ভর্তি করার পরামর্শ দিলে তাকে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তার তাকে ইনজেকশন দিলে রোগীটি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। স্বজনদের অভিযোগ তাকে সময় মতো সেবা দিলে

তিনি আরও বলেন আমি এই উপজেলা বাসিকে স্বাস্থ্য সেবা খাতে অনেক কিছু দিয়ে যেতে চাই।

খাদ্য সামগ্রী হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি মেহেরপুর পৌর মেয়র

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন কর্মহীন মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

সোমবার বিকালে পৌরসভার উদ্যোগে শহরের ৭ নং ওয়ার্ডের প্রত্যেক বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়।

এসময় পৌর মেয়র বলেন, সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না।

সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আপনারা ঘরে অবস্থান করুন। খাবার আপনাদের ঘরে পৌছে যাবে।

খাদ্য বিতরণে উপস্থিত ছিলেন ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীব।

মেপ্র/এমএফআর

জীবননগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ি গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আশরাফ আলী (৫৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে গ্রামের একটি শিমুল গাছের তুলা ভাঙতে উঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন

তিনি। নিহত আশরাফ আলী আন্দুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত ইউসুফ আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শিমুল গাছের তুলা ভাঙার এক পর্যায়ে গাছের ডাল নিচে থাকা মেইন লাইনের তারের সংস্পর্শে আসে। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আশারফ আলী।

করোনা সংকটে বিপাকে চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীরা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ফুলচাষ করে বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীরা। শ শ একর জমির ফুল জমিতে নস্ট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীরা। বড় ধরনের লোকসান গুনতে হবে তাদের। এমনকি বেশিরভাগ ফুলচাষীর হাতে নতুন করে চাষাবাদ করার টাকাও থাকবে না। চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীদের দাবি, ফুলচাষিদের বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৬৩ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ধরণের ফুলের আবাদ হয়েছে। বিভিন্ন মৌসুমে বিক্রির উদ্দেশ্যে ফুলচাষীরা ফুলের আবাদ করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফুল বিক্রি করার পথ তাদের হাতে নেই। বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা হওয়ায় কৃষকরা তাদের ফুল বিক্রি করতে পারছেন না।

ফুলচাষী শাহীন আলী জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার বেশিরভাগ ফুল ঢাকায় পাঠানো হয়। এ বছর সেই রাস্তাও বন্ধ। যানবাহন চলাচল বন্ধ এবং চাহিদা না থাকায় ফুল ঢাকাতে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। কৃষিপণ্য হিসেবে কোনোভাবে ঢাকায় ফুল পাঠানো গেলেও ক্রেতা পাওয়া যাবে না বলে মনে করছেন ফুলচাষীরা।

চুয়াডাঙ্গার কেদারগঞ্জ গ্রামের ফুলচাষী আলম আলী জানান, একের পর এক লোকসান দিতে দিতে ফুলচাষীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। নতুন করে চাষ করার মতো টাকা-পয়সাও কৃষকদের হাতে নেই। চুয়াডাঙ্গার ফুলচাষীদের পড়তে হবে বড় ধরণের বিপর্যয়ে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ পরিচালক সুফি মোঃ রফিকুজ্জামান বলেন, এসময় রজনীগন্ধ্যা ও গাঁদা ফুল বেশি বিক্রি হয়।

চুয়াডাঙ্গার বেশিরভাগ কৃষক এই দুটি ফুলের চাষ করেছেন। এছাড়াও গোলাপ এবং অন্যান্য আরো কিছু ফুলচাষ আছে। ফুল কৃষিপণ্য। কৃষিপণ্য পরিবহনে বাধা নেই। কিন্তু সমস্যা হলো এবারের নববর্ষে ফুল বিক্রি হবে না বললেই চলে। কৃষকের জন্য অবশ্যই তা ক্ষতির কারণ হবে।

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ জব্দ

ঝিনাইদহে ৩টি ফার্সেমী থেকে বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান চালানো হয়।

ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মাসুদ আলম জানান, নকল ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওষুধ প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় ক্যাসেল ব্রীজ এলাকার বাধন ফার্মেসী, আরাপপুরের আসাদ ফার্মেসী ও কেসি কলেজ এলাকার নিউ তাজমহল ফার্মেসী থেকে বিপুল পরিমান নকল ও নিষিদ্ধ কোম্পানীর ওষুধ জব্দ করা হয়।

তিনি আরও জানান, পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক হেদায়েত উল্যাহ ২ টি ফার্মেসীকে ১ লাখ ১ হাজার টাকা জরিমানা করে। মালিক না থাকায় নিউ তাজমহল ফার্মেসীকে সীলগালা করা হয়। এর আগে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় শহর এইচ এস এস সড়ক ও শৈলকুপার শেখপাড়া বাজার থেকে নকল ও সরকারি বিক্রয় নিষিদ্ধ ওষুধ জব্দ করা হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মুজিবনগরে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করলেন সেনাবাহিনী

করোনা ভাইরাস এর কারনে কর্মহীন হয়ে পরা গরীব অসহায়দের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সোমবার সকালের দিকে বগুড়া সেনানিবাসের ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আরমান মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ সকল খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়।

এ সময় ২০ জন গরীব অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরন করা হয়। খাবার সামগ্রী বিতরনকালে সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল ১ হাজার কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করেছেন। সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার কাথুলী,সাহারবাটি ,কাজিপুর, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

এসময় কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, জেলা পরিষদের সদস্য সাহানা ইসলাম শান্তনা, মুনছুর আলীসহ জেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারীগন উপস্থিত ছিলেন। গত কয়েক দিন যাবত খাবার সামগ্রী বিতরণ কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

[redacted]

[redacted]